২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

সূচনা:

সরকার কর্তৃক গৃহীত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসহ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অন্যতম পদ্ধতি হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) বাস্তবায়ন। এডিপি-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উপরে অনেকাংশেই নির্ভর করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ধারা। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সরকার কর্তৃক গৃহীত এ সকল উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। এ সকল প্রকল্প পর্যালোচনার মধ্যে প্রত্যেক অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন অন্যতম। সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ তাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে কতটুকু সফল হয়েছে তার একটি ধারনা সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়নের সময় বাস্তবায়নকালীন সময়ের সমস্যাসমূহের পর্যালোচনা ভবিষ্যত প্রকল্প প্রণয়ন এবং গ্রহণে সহায়তা করে থাকে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) নিয়মিতভাবেই প্রতিটি অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১-১২ অর্থ বছরের সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়নের উদ্দেশ্য:

- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে গ্রহণ করা হয়েছিল তার কতটুকু অর্জিত হয়েছে তার একটি সম্যক ধারণা লাভ করা;
- প্রকল্পসমূহের মূল ও সংশোধিত বরাদ্দ এবং প্রাক্কলিত ব্যয়-এর একটি তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরা;
- প্রকল্পসমূহের সার্বিক আর্থিক এবং বাস্তব অগ্রগতির অংগভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতিটি প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন তুলে ধরা;
- সরেজমিন পরিদর্শনসহ অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা যাতে করে ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণকালীন সময়ে এ সমস্যা দূর করা যায়; এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ের সমস্যাসমূহ দূরীকরণার্থে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন যাতে করে ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হয়।

সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি:

সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইএমইডি-এর একটি অন্যতম নিয়মিত প্রকাশনা। সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের সময়ে যে সকল যুগোপযোগী মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে তা নিম্নরুপ:

- বাস্তব অগ্রগতি ও তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠপর্যায়ে নিয়মিত সরেজমিন পরিদর্শন;
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পর্যালোচনা;

- মন্ত্রণালয় ভিত্তিক এডিপিভুক্ত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় যোগদান এবং কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের সংগে সংশ্লিষ্ট সকল অংশিদার (stakeholders)-দের (যেমন: পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়) সংগে পর্যালোচনা এবং মত বিনিময়;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত এসপিইসি, স্টিয়ারিং কমিটি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন কমিটি (পিইসি) ইত্যাদি গুরূত্বপূর্ণ কমিটি কর্তৃক আয়োজিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি পর্যালোচনা।;
- আরএডিপি পর্যালোচনা; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত নির্ধারিত সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন:

প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে বিনিয়োগ, কারিগরী সহায়তা প্রকল্প সমূহ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে অধিকাংশই চলতি প্রকল্প এবং বেশ কিছু প্রকল্প নতুন প্রকল্প হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। এছাড়াও প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্ন্তভুক্ত কিছু প্রকল্প সমাপ্ত হয়। নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে গত পাঁচ অর্থবছরের নির্ধারিত সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন সাফল্য প্রকাশ করা হলো:

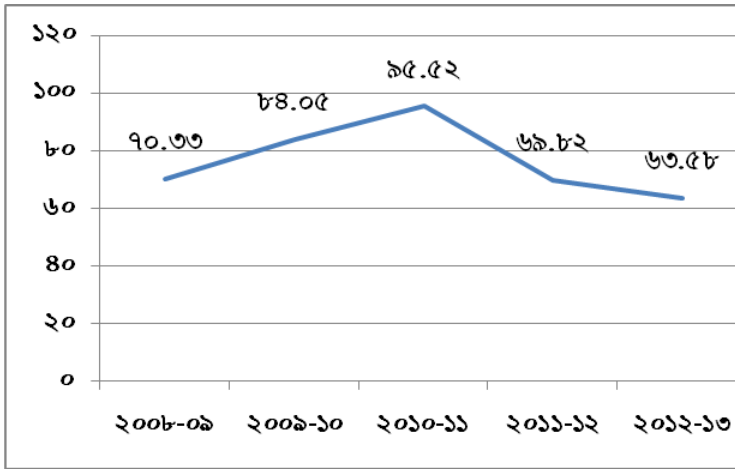

পার্শ্ববর্তী চিত্র ১ এ গত ২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত নির্ধারিত প্রকল্পের সমাপ্তির হারের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নির্ধারিত প্রকল্পের সমাপ্তির হার ২০০৮-০৯ হতে ক্রমাগত উর্ধ্বমূখী হলেও ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ক্রমাগতভাবে নিম্নমূখী। তবে গত পাঁচ অর্থবছরের নির্ধারিত প্রকল্পের সমাপ্তির হার ৭০ শতাংশের বেশী রয়েছে।

চিত্র ১: সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের বাস্তবায়নের হার

২০১১-১২ অর্থবছরের সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পসমূহ:

২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী তে ৫৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় মোট ১৩৪০টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। শ্রেনীবিন্যাস অনুযায়ী এগুলোর মধ্যে ১০৮৭ টি বিনিয়োগ প্রকল্প, ১৮২ টি কারিগরী সহায়তা

প্রকল্প এবং ৬২টি জাপানী ঋণ মওকুফ সহায়তা তহবিল প্রকল্প ও ৯টি উন্নয়ন সহায়তা খাত । এডিপিভুক্ত ১৩৪০টি প্রকল্পের মধ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে ৩৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় মোট ১৯৭টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১৩৮টি বিনিয়োগ প্রকল্প (লক্ষ্যমাত্রা ২৩১টি), ৫৬টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প (লক্ষ্যমাত্রা ৪৩টি) এবং ৫টি জাপানী ঋণ মওকুফ সহায়তা তহবিল প্রকল্প (লক্ষ্যমাত্রা ১১টি)।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর খাতভিত্তিক সমাপ্ত প্রকল্পের অগ্রগতি:

সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং লক্ষ্যসমূহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্ন্তভুক্ত ১৭টি খাতের আওতায় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। প্রতি অর্থবছরে বিভিন্ন মেয়াদে এ সকল প্রকল্প সমাপ্ত হয়। এ বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অর্ন্তভুক্ত ১৭টি খাতের আওতায় প্রায় ৩৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর অধীনে ১৯৭টি প্রকল্প/কর্মসূচী সমাপ্ত হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ উক্ত অর্থবছরের মোট এডিপি প্রকল্পের প্রায় ১৫%। তন্মধ্যে ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরের সমাপ্ত প্রকল্প মোট এডিপি প্রকল্পের শতকরা প্রায় ২.৩১ ভাগ, কৃষি সেক্টরের সমাপ্ত প্রকল্প মোট এডিপি প্রকল্পের শতকরা প্রায় ২.১৬ ভাগ।

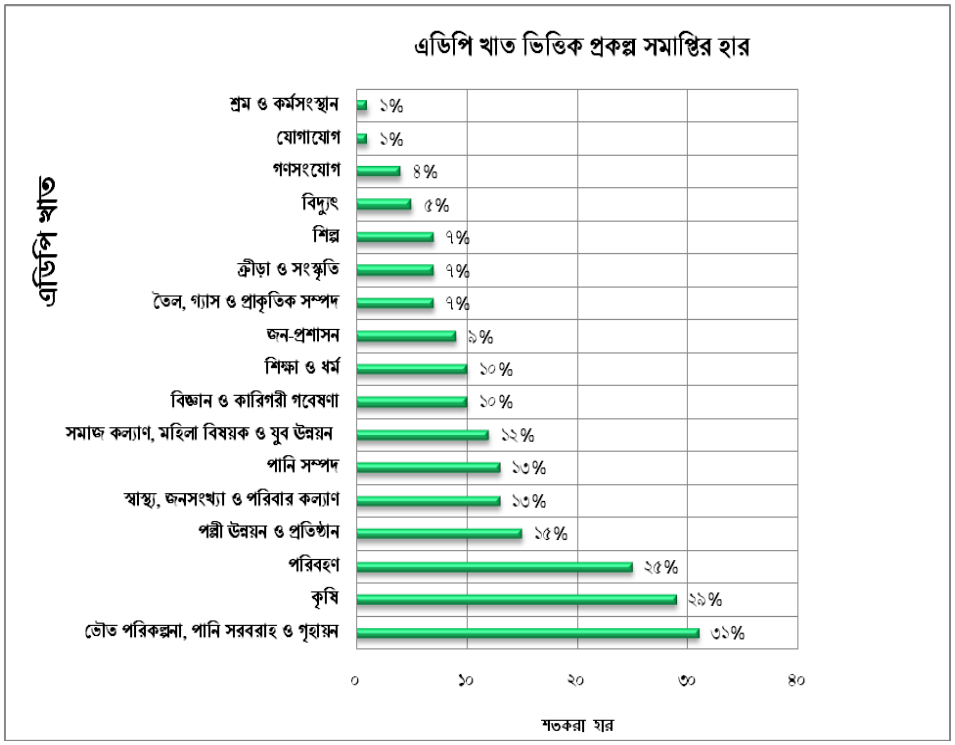

চিত্র ২: সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের বাস্তবায়নের হার (এডিপি সেক্টর অনুযায়ী)

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি

গত ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৬টি সেক্টরে সমাপ্ত প্রকল্পগুলোর আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির হারের একটি চিত্র নিমোক্ত ছক ১ এ উপস্থাপিত হলো:

ছক: ১

	এডিপি সেক্টর	আর্থিক অগ্রগতি	বাস্তব অগ্রগতি
১।	কৃষি	৯৬	৮৭
২।	পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান	৯৬	৯৬
৩।	পানি সম্পদ	৮৮	১৩৮
৪।	শিল্প	৯৬	৯৫
৫।	বিদ্যুৎ	১০০	৯৭
৬।	তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	১০৩	৮৯
৭।	পরিবহণ	৮৪	৭৬
৮।	যোগাযোগ	৯৬	৭৬
৯।	ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	৯৫	৯০
১০।	শিক্ষা ও ধর্ম	৯৭	৯২
১১।	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৯৪	৮২
১২।	স্বাস্থ্য,পুষ্টি,জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ	৮৮	৮৫
১৩।	গণসংযোগ	৯১	৮৭
১৪।	সমাজকল্যাণ,মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	৯১	৯০
১৫।	জনপ্রশাসন	৭৪	৭১
১৬।	বিজ্ঞান,তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৯২	৮৪

সার্বিকভাবে সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি সন্তোষজনক হলেও (প্রকল্প লক্ষমাত্রার ৯০ শতাংশ) আর্থিক অগ্রগতির চিত্র একটু ভিন্ন। কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ, ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ, যোগাযোগ, গণসংযোগ, সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন, বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, শিল্প, তৈল,গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ, যোগাযোগ, শিক্ষা ও ধর্ম, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, খাতে আর্থিক অগ্রগতি সন্তোষজনক (এডিপি বরাদ্দের ৯০% থেকে ১০০% বাস্তবায়ন) হলেও পরিবহণ, জনপ্রশাসন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানিসম্পদ, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ এবং পানি সম্পদ খাতের আর্থিক অগ্রগতি।

প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা ও সুপারশিসমূহ:

সমস্যা	সুপারিশ
কৃষি (ফসল, খাদ্য, বন, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ. সেচ) সেক্টর:	
১. অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান না করা। ২. সরাসরি বিপনন ব্যবস্থা শক্তিশালী না হওয়াতে মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে পন্য বাজারজাত করতে হয়েছে। এরফলে ফসলের ন্যায্য মূল্য হতে কৃষকগণ বঞ্চিত হয়েছে। ৩. খাদ্যগুদামের নির্মাণকাজ কোন কোন স্থানে সন্তোষজনক হয়নি। ৪. ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল অন্যত্র বদলী প্রকল্প কাজকে প্রায়শ: বাধাগ্রস্ত করে। ৫. পর্যাপ্ত জনবলের আভাব। ৬. অর্থের অভাবে প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যায় না, ফলে প্রকল্পের অর্জনও ধরে রাখা সম্ভবপর হয় না। ৭. টেকনিক্যাল ওয়েববেজড প্রকল্পে সিস্টেম এনালিস্ট না থাকা ৮. প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে মানসম্মত পোনার অভাব।	১. উন্নয়ন প্রকল্পের মেয়াদ শেষে অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার বিধি-বিধান রয়েছে। কিন্তু প্রকল্প মেয়াদ শেষে যন্ত্রপাতি ক্রয় করা এবং ভৌত কাজ (কার পাকিং) সম্পাদনের জন্য বিএফডিসি'র একাউন্টে টাকা ধরে রাখা আর্থিক বিধি-বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বিএফডিসি কর্তৃক এর পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান এবং এ ধরণের বিষয় ভবিষ্যতে পরিহার করতে হবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ বিষয়ের পূর্ণ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। ২. কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে। ৩. সে সমস্ত গুদামের ছাদ এখনো টিনের সমজাতীয়, সেক্ষেত্রে টিনের পরিবর্তে আরসিসি ঢালাই দিয়ে ছাদ দেয়া যেতে পারে।

সমস্যা	সুপারিশ
	৪. প্রকল্পের কার্যক্রম সার্বিকভাবে সফল করার জন্য ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন পরিহার করতে হবে। প্রকল্প পরিচালকদের ঘনঘন পরিবর্তনে প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়েছে। ৫. প্রকল্পের কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য প্রকল্পের অনুমোদিত জনবলের সংস্থান অনুযায়ী জনবল নিয়োগ (প্রেষণে এবং সরাসরি) করা প্রয়োজন। ৬. প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর প্রকল্পের অর্জন ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও ইন্সটিটিউশনাল সাপোর্ট নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ৭. টেকনিক্যাল ওয়েববেজড প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরবর্তীতে পরিচালনার জন্য একজন সিস্টেম এনালিস্টের প্রয়োজন। টেকনিক্যাল ওয়েববেজড প্রকল্পর ক্ষেত্রে রাজস্ব বাজেটের আওতায় একজন সিস্টেম এনালিষ্ট নিয়োগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারে। ৮. বৃহৎপরিসরে দেশব্যাপী সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প করে তাতে মানসম্মত পোনার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। ৯. কৃত্রিম প্রজনন এর পাশাপাশি প্রাকৃতিক প্রজননের জন্য বিএলআরআই এর সাহায্য নেয়া যেতে পারে।
পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান সেক্টর:	
১. দাতা সংস্থা কর্তৃক সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। মূলত: দাতা সংস্থার নির্বাচিত প্রকল্প ব্যবস্থাপক (কোরিয়ান) এর এদেশের কাজের অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। ২. লাগসই ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতি ও ভৌগলিক প্রতিকূলতার কারণে উৎপাদিত পন্যের প্রত্যাশিত ন্যায্য মূল্য না পাওয়া। ৩. চর এলাকার সকল শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের কোন সরকারী বেসরকারী ব্যবস্থার অভাব। ৪. তুলনামূলক বিচারে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয় অনুপাতিক হারে বেশী। ৫. প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম/নির্মিতব্য/যন্ত্রপাতি বিশেষ করে রাস্তা, স্কুলভবন, কমিউনিটি সেন্টার, গভীরনলকূপ, অগভীর নলকূপ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যে সকল সমিতিকে দেয়া হয়েছে এ সকল রক্ষণাবেক্ষণে মানসিকতার সমিতিগুলোর মানষিকতার অভাব এবং গাফেলাতি পরিলক্ষিত হয়েছে।	১. প্রকল্প বাস্তবায়নে দাতা সংস্থা মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করতে পারে কিন্তু প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে হওয়া বাস্তব সম্মত। ২. যে সকল পরিবার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত উন্নতির ধারায় সন্তোষজনক পর্যায়ে অবস্থান করছে না ঐ সকল পরিবারকে পরবর্তী প্রকল্পের আওতায় সহায়তা দেয়া যেতে পারে। ৩. চরের শিশুদের অব্যাহত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারী বেসরকারী উদ্যোগ গ্রহণ খুবই জরুরী। ৪. প্রকল্পব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে বৈদেশিক সহায়তা (ডিএফআইডি) অংশে আরো দক্ষতা ও জবাবদিহিতা সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে কমিয়ে এনে সুবিধাভোগীদের সরাসরি আর্থিক সহায়তা আরো বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ৫. যে সকল অঙ্গে অনুমোদিত বরাদ্দের চেয়ে বেশি ব্যয় করা হয়েছে এগুলো মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারে।
পানি সম্পদ	
১. অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত হয়নি। ২. নদী পুন:খনন সংক্রান্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ডিপিপি-তে উল্লেখিত	১. অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত না করে গবেষণাধর্মী প্রকল্পটি শেষ করার কারন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়/ সংস্থা ব্যাখ্যা প্রদান করবে।

সমস্যা	সুপারিশ
এলাকাভিত্তিক বাস্তব কাজের পরিমাণ ও বরাদ্দ সংস্থানের সাথে মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে অসঙ্গতি আছে। ৩. সেচ অবকাঠামোগত নির্মাণকাজের ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় ডিজাইনগত ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে। ৪. ভৌত কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় অনুমোদিত ডিপিপি দর অপেক্ষা বৃদ্ধি পাওয়াসহ নকশা পরিবর্তনজনিত কারণে কোনো কোনো প্রকল্প সংশোধন করতে হয় এবং বাস্তবায়ন কাল বিলম্বিত হয়। ৫. কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কোনো কোনো প্রকল্পে বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। ৬. অর্থ প্রাপ্তি, অর্থ ব্যয় ও সমীক্ষা প্রকল্পটির কার্য পরিধির ব্যাপকতা বিবেচনায় মূল অনুমোদিত সময় থেকে অতিরিক্ত সময় লেগেছে যা মূলত পরামর্শক নিয়োগ ও কর্মপরিধি নির্ণয়, প্রকল্প অনুমোদনের সময়, সম্ভাব্য ঝুঁকি (Probable Risk) নির্ধারণপূর্বক বাস্তবায়ন সময়কাল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের সময় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও সংস্থার গাফিলতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।	২. খাল ও নদী পুন:খনন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহনকালে ডিপিপি'র বরাদ্দ সংস্থান ও বিভাজন করার সময় মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যের সংগে সঙ্গতি রেখে করতে হবে। ৩. নির্মিত সেচ অবকাঠামো মেরামতের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং পরবর্তী তে এসংক্রান্ত প্রকল্প নেয়ার সময় ডিজাইনগত ত্রুটির বিষয়টির দিক নজর দিতে হবে। ৪. চ্যানেল/খালের পার্শ্বে খননকৃত ডাম্পিং মাটি যাতে বৃষ্টির পানির সাথে পুনরায় খালে পুনঃভরাট না হয়, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৫. কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ পাওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। ৬. বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাজের সুযোগ সৃষ্টি, আয়বর্ধনের সাথে দারিদ্র বিমোচন এবং নারীর ক্ষমতায়ন ঘটবে বলে প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাবে উল্লেখ রয়েছে। উল্লিখিত কাজের সুযোগ সৃষ্টির সংখ্যার ভিত্তির বিস্তারিত এবং দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি বিশদভাবে উল্লেখ নেই। বিনিয়োগ প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত বিষয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় উল্লেখ থাকতে হবে। ৭. বিপুল পরিমাণ অব্যবহৃত সিসি ব্লকসমূহের নির্মাণের মাধ্যমে সরকারী অর্থের অপচয়ের বিষয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
শিল্প	
১. প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি, মোটরযান, আসবাবপত্র এবং কম্পিউটারসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে অকেজো হয়ে পরেছে। ২. প্রকল্পের আওতায় কিছু যন্ত্রপাতি ডিপিপিতে নির্ধারিত ব্যয়ের অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় এবং প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় দেড় বছর পরে অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। ৩. প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্পের নির্মাণকাজের মান মানসম্মত হয়নি। ৪. Intellectual Property Rights (IP) এর ব্যাপারে প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব, জনসচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শ্লথগতি এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয়ের অভাব প্রকল্প বাস্তবায়নে মূল বাঁধা। ৫. জনবলের স্বল্পতায় রেশম শিল্পের সামগ্রীক সম্প্রসারণ কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।	১. এখাতে নেয়া বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি, মোটরযান, আসবাবপত্র এবং কম্পিউটারসহ ব্যবহার অনুপযোগী সামগ্রীগুলোর জন্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। ২. প্রকল্পের আওতায় কিছু যন্ত্রপাতি ডিপিপিতে নির্ধারিত ব্যয়ের অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় এবং প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় দেড় বছর পর অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমাদানের বিষয়টি শিল্প মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে। ৩. নারায়নগঞ্জ শিল্প নগরীতে স্থাপিত সড়ক বাতিগুলোতে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য বিসিকের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ৪. বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরামর্শকগণ যে সমস্ত পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান করেছেন সেগুলো পর্যালোচনাপূর্বক বাস্তবায়নের বিষয়ে বিএসটিআই ও শিল্প মন্ত্রণালয় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ৫. সরকারী পতিত/খাস জমিতে রেশম চাষের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

সমস্যা	সুপারিশ
বিদ্যুৎ	
১. কাজের পরিধি পরিবর্তন, প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি, বাস্তবায়ন কাল বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে বার বার ডিপিপি/টিপিপি সংশোধন করতে হয়েছে। ২. ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী করা হয়েছে। ৩. দরপত্র ও ক্রয় প্রক্রিয়ায় বিলম্ব/জটিলতার কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। ৪. পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব হয়েছে। ৫. প্রকল্প সমাপ্তির পর যানবাহন পরিবহন পুলে জমা দেয়া হয়নি। ৬. সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে যথাসময় অর্থপ্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি। ৭. কাজের গুণগতমান সংক্রান্ত।	১. কার্যপরিধি পরিবর্তনের কারণে মেয়াদ বৃদ্ধিসহ প্রকল্প সংশোধন পরিহার করার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে প্রকল্পের ডিজাইন, বিভিন্ন কাজ ও এর স্পেশিফিকেশন, পরিমাণ ইত্যাদি সঠিকভাবে নিরুপণ করা সমীচীন হবে। ২. প্রকল্প সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি বা পরিবর্তন না করে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়াগে সচেষ্ট থাকার প্রয়োজন আছে। ৩. প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ম্যাট্রিক্স প্রভৃতি সঠিকভাবে প্রণয়ন এবং তা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। ৪. প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পর পরই পিসিআর প্রণয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক। ৫. বিদ্যমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। ৬. সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী দেশ/প্রতিষ্ঠান থেকে দ্রুত সঠিক সময়ে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। ৭. কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঠিকাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন।
তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	
১. প্রকল্পের অর্থ সময়মত ছাড় না হওয়ায় প্রকল্পের বিভিন্ন খরচ মেটাতে অসুবিধা হয়। এর ফলে বিভিন্ন সময়ে জেজিটিএন্ডডিএসএল-নিজস্ব তহবিল হতে ব্রীজ ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে প্রকল্পের খরচ নির্বাহ করতে হয়েছে। ২. একনেক কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন পেতে বিলম্ব ঘটেছে। এর ফলে প্রকল্পের কাজ শুরু করতেই ৪ (চার) মাস বিলম্ব হয়। ৩. প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত গ্যাস ডিসট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও গ্যাস বিপণন কার্যক্রম দক্ষ জনবল দ্বারা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ৪. অডিটসংক্রান্ত আপত্তির সুরাহা না হওয়া। ৫. এ খাতে গৃহীত প্রকল্পের ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন হয়নি।	১. জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ভবিষ্যতে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিধি মোতাবেক যথাসময়ে এডিপি/আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের অবমুক্তি নিশ্চিত করবে ২. একনেক কর্তৃক অনুমোদন লাভের পর প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন যাতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রদান করা যায় সে বিষয়ে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ভবিষ্যতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ৩. প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য সুবিধাদির অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং গ্যাস বিপণন কার্যক্রম দক্ষ জনবল দ্বারা পরিচালনার জন্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও পিজিসিএল প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে; ৪. অডিট প্রতিবেদনে উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ, পেট্রোবাংলা ও টিজিটিডিসিএল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ৫. জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রকল্পের ইন্টারন্যাল ও এক্সটারনাল অডিটসমূহ সম্পন্নের জন্য উদ্যোগী হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সমস্যা	সুপারিশ
পরিবহণ	
১. যথাযথ সমীক্ষা ছাড়া প্রকল্প গ্রহণ ও ব্যয় প্রাক্কলন করা। ২. ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন ও পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক না থাকা। ৩. প্রকল্পভিত্তিক ক্রয় কার্যক্রম/ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করে আর্থিক বছরভিত্তিক ছোট ছোট প্যাকেজে ঠিকাদার নিয়োগ করার প্রবনতা দেখা যায়। ৪. ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা পরিলক্ষিত হয়। ৫. প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বাস্তবতার নিরিখে ব্যয় প্রাক্কলন না করা হয়নি।	১. প্রকল্প গ্রহণকালে পর্যাপ্ত সমীক্ষা ও বাস্তবভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করতে হবে। ২. প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতে হবে এবং প্রকল্প সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যথাসম্ভব প্রকল্প পরিচালককে বদলী করা যাবেনা। ৩. প্রকল্প অনুমোদনের অনধিক ৬ মাসের মধ্যে প্রকল্পের বিপরীতে যথাসম্ভব সকল ঠিকাদার নিয়োগ/ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ৪. একনেক/সরকারের সর্বোচ্চ ফোরামে অনুমোদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া আরও যুগোপযোগী ও সরলীকরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
যোগাযোগ	
১. যথাযথ সমীক্ষা ছাড়া প্রকল্প গ্রহণ ও ব্যয় প্রাক্কলন করা। ২. ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন ও পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক না থাকা। ৩. তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রকল্পের ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতির যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা। ৪. দান বা বিনামূল্যে জমি না পাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে গ্রামীণ বাজার এলাকায় ডাকঘর নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। ৫. ডাক বিভাগের প্রকৌশলী সেট আপ এর জনবল সংকট। ৬. নির্মাণ সামগ্রীর গুনগত মান। ৭. ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা। ৮. প্রকল্প ভিত্তিক ক্রয় কার্যক্রম/ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করে আর্থিক বছর ভিত্তিক ছোট ছোট প্যাকেজে ঠিকাদার নিয়োগ করার প্রবনতা।	১. প্রকল্প গ্রহণকালে পর্যাপ্ত সমীক্ষা ও বাস্তবভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করতে হবে। ২. প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতে হবে এবং প্রকল্প সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যথাসম্ভব প্রকল্প পরিচালককে বদলী করা যাবে না। প্রয়োজনে ছোট ছোট প্রকল্পের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর পরিবর্তে নির্বাহী প্রকৌশলী পদ মর্যাদার কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে। ৩. প্রশিক্ষণার্থীদের আধুনিক নেটওয়ার্ক ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত এবং প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সার্ভারসহ নেটওয়ার্ক প্রিন্টার চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় ডেমো সফটওয়্যার তৈরীকরতঃ দ্রুত চালু করার বিষয়ে বাংলাদেশ ডাক বিভাগকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ৪. এধরনের অপশন ডিপিপিতে অন্তভূর্ক্ত করার পূবে অধিকতর চিন্তাভাবনা করে নেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনে ভূমি প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে ভূমি সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। ৫. অবিলম্বে শূন্য পদগুলোর বিপরীতে প্রকোশলী নিয়োগ দিতে হবে। ৬. নির্মাণ সামগ্রীর গুনাগুন পরীক্ষার জন্য দৈবচায়ন ভিত্তিতে নমুনা আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে। ৭. একনেক/সরকারের সর্বোচ্চ ফোরামে অনুমোদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া আরও যুগোপযোগী ও সরলীকরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। ৮. প্রকল্প অনুমোদনের অনধিক ৬ মাসের মধ্যে প্রকল্পের বিপরীতে যথাসম্ভব সকল ঠিকাদার নিয়াগ/ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

সমস্যা	সুপারিশ
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	
১. প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তব সম্মতভাবে ব্যয় ও সময় প্রাক্কলনে অদূরদর্শিতা। ২. ঘন ঘন সিডিউল অব রেটস পরিবর্তনের ফলে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি তথা প্রকল্প বাস্তবায়নে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। ৩. প্রকল্প পরিচালকগণ পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ ও উন্নয়ন প্রকল্পের নিয়মনীতি অনুসরণ না করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। ৪. প্রকল্প বস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রীতা। ৫. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি না করা। ৬. প্রকল্প বাস্তবায়নে টাইম ওভাররান।	১. মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনিটরিং আরো কঠোরভাবে করতে হবে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। আইএমইডি হতে প্রেরিত রিপোর্ট পর্যালোচনা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। ২. যে সকল ক্ষেত্রে সিডিউল অব রেটস বৃদ্ধি পেয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটায় সে সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে সিডিউল রেট পরিবর্তন/ সংশোধন সহজীকরণ করা যেতে পারে। ৩. পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ ও উন্নয়ন প্রকল্পের নিয়মনীতি যাতে অনুসরণ করে এজন্য দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন। ৪. নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন যেন বিঘ্নিত না হয় সে দিকে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে মনযোগী হতে হবে। ৫. প্রকল্প প্রণয়নের সময়ে বাস্তবসম্মতভাবে সময় ও ব্যয় নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা অনুসরণ করা প্রয়োজন।
শিক্ষা ও ধর্ম	
১. ডিপিপি-তে অনুমোদিত ডিজাইনের ব্যত্যয় ঘটানো। ২. প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজে বিভিন্ন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় এবং ডিপিপি অনুযায়ী কিছু নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়নি। কিছু নির্মাণ কাজ ডিপিপি অনুযায়ী হয়নি। নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি। ৩. সময়মত পর্যাপ্ত বরাদ্দ না পাওয়া। ৪. প্রকল্পের নানাবিধ কাজসমূহ অসম্পন্ন রেখে প্রকল্প সমাপ্ত ঘোষণা করা। ৫. পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-বিধান অনুসরণ না করে প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। ৬. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএ প্রকল্পের আওতায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পর (ফেলোশীপ প্রাপ্ত) ছাত্রছাত্রীদের নিকট হতে দেশে ফিরে আসার নিশ্চয়তা নেয়া হয়নি। ৭. অধিকাংশ পাঠক মূলতঃ পত্রিকা পাঠ করার জন্য লাইব্রেরীতে আসেন। ৮. পাঠাগারগুলোতে মহিলাদের জন্য তেমন কোন সুবিধাজনক ব্যবস্থা না থাকায় তারা পাঠাগার ব্যবহারের সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়। ৯. প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গাফিলাতি এবং দুর্বল ব্যবস্থাপনার জন্যই প্রকল্পের ব্যয় ও সময় অতিক্রান্ত হয়েছে।	১. ডিপিপি'র সংস্থানকৃত প্রকল্প সাহায্য অংশ সাধারণত দাতাসংস্থা কর্তৃক সরাসরি ব্যয়িত হয় । এ প্রকল্প সাহায্য অংশের ব্যয়ের হিসাব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষেও নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করতে হবে। ২. মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনিটরিং আরো কঠোরভাবে করতে হবে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। আইএমইডি হতে প্রেরিত রিপোর্ট পর্যালোচনা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। ৩. সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পের অনুকূলে পর্যাপ্ত বরাদ্দের সংস্থান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ৪. ডিপিপির ব্যত্যয় ঘটিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া ডিজাইন পরিবর্তন করে অবকাঠামো নির্মাণ করা পরিকল্পনা শৃঙ্খলার পরিপন্থী। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ৫. প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করা হলেও প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখেই প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। ৬. দেশের মেধাপাচার রোধে প্রকল্পের মাধমে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রদেয় বৃত্তির শর্তাবলী হিসেবে কোর্স শেষে অমততঃ ০৫ বছর দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবে মর্মে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বন্ড গ্রহণ করাই সমীচীন হবে।

সমস্যা	সুপারিশ
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	
১. প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তব সম্মতভাবে ব্যয় ও সময় প্রাক্কলনে অদূরদর্শিতা। ২. ভৌগলিক অবস্থান বিবেচনা না করে একই ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ ৩. বিভিন্ন স্টেডিয়াম ও শিল্পকলা একাডেমী নির্মাণ কাজের ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে। ৪. জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে পর্যাপ্ত জনবলের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ৫. প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন জেলায় শিল্পকলা একাডেমীতে সরবরাহকৃত এবং স্থাপিত লাইট ও সাউন্ড সিস্টেম এর যন্ত্রপাতিগুলোর টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ না থাকায় এগুলো ব্যবহার করা যাচ্ছে না।	১. প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তব সম্মতভাবে ব্যয় ও সময় প্রাক্কলনে ও নির্ধারিত ব্যয় ও সময়ের মধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ২. ভৌগলিক অবস্থানের কথা বিবেচনা করে অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। বিশেষ করে স্টেডিয়াম নির্মাণের ক্ষেত্র বিষয়টি ভালভাবে পর্যালোচনা করে নিতে হবে। ৩. পরিদর্শিত শিল্পকলা একাডেমীগুলোর নির্মাণ কাজের ত্রুটি/বিচ্যুতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক খতিয়ে দেখে এগুলো মেরামতের বিষয়ে যথার্থ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। ৪. প্রয়োজনীয়তা ও এতদ্সংক্রান্ত বিধিমালা অনুসরণপূর্বক নব-নির্মিত শিল্পকলা একাডেমী ভবনে বিভিন্ন পর্যায়ের জনবল নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করা আবশ্যক। ৫. প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে সরবরাহকৃত এবং স্থাপিত লাইট ও সাউন্ড সিস্টেম এর যন্ত্রপাতিগুলো পরিচালনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক জেলা প্রশাসনের কর্মচারীদেরকে একটি স্বল্প সময়ের প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে পারে।
স্বাস্থ্য,পুষ্টি,জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ	
১. দাতা সংস্থার অর্থায়নে প্রকল্প গৃহীত হলেও সরকার কর্তৃক কোন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদান করা হয়নি। এতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সরকারের সরাসরি কর্তৃত্ব ও সুষ্ঠু সমন্বয় বিঘ্নিত হয়েছে। ২. মেয়াদ উর্ত্তীর্ণের পরেও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মেয়াদ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ৩. প্রকল্প সমাপ্তির পর সচিব পর্যায়ে ডি.ও পত্র সহ ডেস্ক পর্যায়ের পুনঃ পুনঃ পত্রের মাধ্যমে পিসিআর প্রেরণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে গত ১০ মার্চ, ২০১৪ তারিখে অর্থাৎ ১ বছর ৯ মাস পর পিসিআর পাওয়া গেছে। প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় ২ বছর পরে মূল্যায়ন করা হলে এ ধরণের মূল্যায়নের গুরুত্ব হারিয়ে যায়। ৪. সংশ্লিষ্ট সকলকে Sharing এর লক্ষ্যে সকল রিপোর্ট এর Soft কপি এবং ঐ Report গুলির প্রাপ্ত ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার নিপোর্টের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়নি। প্রসংগত যে, গত ২৯/০৬/২০১১ তারিখে প্রকল্পের RTTP এর উপর অনুষ্ঠিত DSPEC সভায় ওয়েবসাইট তৈরী এবং সম্পাদিত গবেষণা কার্য ও ট্রেনিং সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ছিল, যা পরিপালন করা হয়নি। ৫. মেডিক্যাল ইক্যুপমেন্ট ক্রয় না করায় আউটডোর মেডিক্যাল সেবা প্রদান বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।	১. প্রায় ৭১.০০ কোটি টাকার প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কোন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না করার ফলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক চিহ্নিত করে আইএমই বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে অবহিত করতে হবে। ২. মেয়াদ উর্ত্তীর্ণের পরেও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মেয়াদ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে কিভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে সে বিষয়ে তদন্তপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সুস্পষ্ট মতামত আইএমই বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনকে অবহিত করতে হবে। ৩. প্রকল্প সমাপ্তির ১ বছর ৯ মাস পর অসম্পূর্ণ তথ্য সম্বলিত এ ধরণের পিসিআর প্রেরণ কোনভাবেই কাম্য নয়। ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সময়মত সমাপ্ত প্রকল্পের যথাযথ তথ্য সম্বলিত পিসিআর প্রেরণে তৎপর হতে হবে। ৪. বিবেচ্য প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত গবেষণা/সার্ভে কাজসমূহের প্রতিবেদন নিপোর্ট-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য ২৯/০৬/২০১১ তারিখে এ প্রকল্পের RTPP এর উপর অনুষ্ঠিত DSPEC সভায় সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখতে পারে। নিপোর্ট এর ওয়েবসাইটে আলোচ্য প্রকল্প প্রসূত সকল গবেষণা, সার্ভে, কৌশলপত্র, কর্ম-পরিকল্পনা ইত্যাদি সংরক্ষণপূর্বক আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধাভোগীদের অবহিতকরণ নিশ্চিত করতে হবে। ৫. ডিপিপি অনুসারে সংস্থার নিজস্ব তহবিলের অংশ ব্যয়ের বিষয়টি দ্রুত নিস্পত্তি করা প্রয়োজন।

সমস্যা	সুপারিশ
সমাজকল্যাণ,মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	
১. কতিপয় অংগে অনুমোদিত প্রকল্পের সংস্থান অপেক্ষা অতিরিক্ত খরচ। ২. ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন। ৩. ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের কোন পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা নেই বলে প্রতীয়মান হয়। ৪. উপকারভোগীগণ IGA হিসেবে যেসব মুরগী/ছাগল পেয়েছেন এগুলো বাড়ীতে আনার কয়েকদিনের মধ্যে মারা যাওয়ায়, এসব IGA'র মাধ্যমে মাসিক ভাতার সমপরিমাণ অর্থ আয় করতে সক্ষম ৫. শিশুদের থাইরয়েড ও অন্যান্য হরমোন সংক্রান্ত রোগ সম্পর্কে গবেষণা না থাকায় রোগ সম্পর্কে গবেষণা কিভাবে হবে এবং গবেষণার ফলাফল কিভাবে মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবায় কাজে লাগানো হবে তা সুস্পষ্ট হয়নি। ৬. "সমাজসেবা অধিদপ্তরের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন" প্রকল্পের আওতায় Rain Water Harvesting Reservior নির্মাণের সংস্থান থাকা সত্ত্বেও নির্মাণ করা হয়নি। অপরদিকে, সংস্থানকৃত আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়নি।	১. প্রকল্পের আওতায় কতিপয় অংগে প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা অতিরিক্ত খরচ করা হয়েছে যা পরিকল্পনা শৃংখলার পরিপন্থী। ভবিষ্যতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করবে। ২. প্রকল্পের কার্যক্রম সার্বিকভাবে সফল করার জন্য ঘনঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন পরিহার করতে হবে। ৩. বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য রোগী নির্বাচনের বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। ৪. ভবিষ্যতে গৃহীত প্রকল্পতে যাতে প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যায়, সেজন্য IGA ক্রয় করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে। IGA কে ভিত্তি করে দরিদ্র মানুষের দারিদ্র বিমোচনের পথটি যেন Sustainable হয় অর্থাৎ প্রকল্প শেষ হয়ে গেলে দরিদ্র মানুষগুলো যেন আবার দারিদ্র সীমার নীচে না যায়, সে বিষয়টি প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে। ৫. হাসপাতালটিতে ডায়াবেটিস, এন্ডোক্রিন ও মেটাবলিক রোগের চিকিৎসার পাশাপাশি মহিলা ও শিশুদের থাইরয়েড ও অন্যান্য হরমোন সংক্রান্ত রোগ সম্পর্কে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং এর ফলাফল স্বাস্থ্যসেবার কাজে লাগানোর জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ৬. একনেক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত লংঘন করে অনুমোদিত প্রকল্পে সংস্থানকৃত Rain Water Harvesting Reservior নির্মাণ অংগটি বাস্তবায়ন না করার বিষয়টি এবং আসবাবপত্র ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী ক্রয় না করার কারণ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্ব আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।।
জনপ্রশাসন	
১. প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তব সম্মতভাবে ব্যয় ও সময় প্রাক্কলনে অদূরদর্শিতা। ২. ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ/বদলি ।	১. প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তব সম্মতভাবে ব্যয় ও সময় প্রাক্কলনে ও নির্ধারিত ব্যয় ও সময়ের মধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ২. অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের হাসপাতালে মেডিক্যাল ইক্যুপমেন্ট ক্রয় করে আউটডোর মেডিক্যাল সেবা বাড়ানো প্রয়োজন।
বিজ্ঞান,তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	
১. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহ অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। এসকল যন্ত্রপাতির নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আর্থিক বরাদ্দ। ২. প্রকল্প প্রণয়নে পরিকল্পনা শৃংখলার ব্যত্যয়। ৩. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি স্থাপন ও পরীক্ষার সময়ে ঘন ঘন লোডশেডিং-এর কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়ে কাজের প্রচুর বিঘ্ন ঘটেছে। ৪. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্রসমূহে	১. সংস্থা প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতিসমূহের সুষ্ঠু ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবে। ২. প্রকল্প প্রণয়নে যেন পরিকল্পনা শৃংখলার কোন ব্যত্যয় না ঘটে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশন-কে সচেষ্ট থাকতে হবে। ৩. নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দ্রুত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ৪. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত কম্পিউটার/যন্ত্রপাতি এবং

সমস্যা	সুপারিশ
সনাক্তকরণ চিহ্ন প্রদান করা হয়নি। ৫. প্রকল্পের সমাপ্তির পর গাড়ি সরকারি পরিবহন পুলে জমা না দেয়া।	আসবাবপত্রসমূহে সনাক্তকরণ চিহ্ন অনতিবিলম্বে প্রদান করা আবশ্যক। ৫. প্রকল্পেরআওতায় সংগৃহীত গাড়িসরকারি পরিবহনপুলেজমাদিতেহবেঅথবাসেটিব্যবহারের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
শ্রম ও কর্মসংস্থান	
১. কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থীদের উপস্থিতির হার কম থাকা। ২. নির্ধারিত ছকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ও পিসিআর যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। ৩. আইএলও কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে বিধায় অডিট (FAPAD কর্তৃক) করা হয়নি মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। ৪. স্বাবলম্বী কর্মীদের সঠিক তথ্য না থাকা। ৫. প্রশিক্ষণপ্রাপ্তির পর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাপনার অভাব রয়েছে। ৬. দক্ষ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষে ঋণের ব্যবস্থা না থাকা ।	১. কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা, আর্থিক প্রণোদনা, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করা গেলে উপস্থিতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব। ২. ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী সময়ে নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত ছকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ও পিসিআর যথাযথভাবে উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে আরও তৎপর হতে হবে। ৩. ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্পের জন্য অডিট করার সুযোগ রাখা যেতে পারে। ৪. প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কার্যকরিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য জবপ্লেসমেন্ট ও জব ফেয়ারের মতো অনুষ্ঠান আয়োজন করা এবং সঠিক ডাটা/তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা।

উপসংহার:

গত ২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে গৃহীত মোট প্রকল্প সংখ্যার (১৩৪০ টি প্রকল্প) শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ অর্জিত হয়েছে সমাপ্ত প্রকল্পের মাধ্যমে। অতএব, এসকল সমাপ্ত প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং উদ্দেশ্য অর্জনের উপর সমগ্র বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী তথা সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাফল্য নির্ভর করছে। এছাড়াও সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে গৃহীতব্য সমমানের এবং সমপর্যায়ের প্রকল্প প্রণয়নকালীন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে পারবে। সর্বোপরি, সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন এই সারসংক্ষেটি এডিপি সেক্টর অনুযায়ী হওয়ায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর একটি সামষ্টিক চিত্র পাওয়া যাবে।